দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে যোগদান করলেন এসিল্যান্ড শাহিন আলম

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসাবে যোগদান করলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১ টায় দর্শনা পৌরসভা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তিনি দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। গত ১৭ ডিসেম্বর দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক তাসফিকুর রহমান নড়াইল জেলার সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবে বদলী হন। একই পদে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম দর্শনা পৌর প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

প্রথম কর্ম দিবসে দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে বেলা ২টায় পৌর প্রশাসকের কার্যালয়ে মতবিনিময় করেন। দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক শাহিন আলম যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল।

এ সময় তিনি বলেন, মানুষের সেবায় হবে আপনাদের একমাত্র লক্ষ্য। দর্শনা পৌরবাসী সেবা গ্রহণ করতে এসে কেউ যেন হয়রানি শিকার না হয়।

তিনি আরো বলেন, আমি জানি পূর্বের প্রশাসকও ভালমনের মানুষ ছিলেন। সাবেক পৌর প্রশাসকের কাছে সেবা নিতে এসে খুশি মনে বাড়ি ফিরতেন পৌরবাসী। তিনি অল্প দিনে দর্শনা পৌরবাসীর মন জয় করতে পেরেছিলেন। সেই সেবা আপনাদের মাধ্যমে দিতেন। আমিও চায় আপনাদের সাথে নিয়ে বর্তমান পৌর প্রশাসক মানুষের সেবা দিবেন।

নবাগত পৌর প্রশাসক শাহিন আলম বলেন, জনগণের চাহিদা থাকে রাস্তাঘাট, ড্রেন পরিষ্কার, রোড লাইট সহ জন্ম মৃত্যু সনদ সহজে পেতে সহায়তা করা। একই সাথে আপনাদেরকে হুশিয়ারী করে বলতে চায় এখানে কোন দুর্নীতির সুযোগ নাই। যে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে আইনি ব্যবস্থা নেব। একই সাথে পৌর কর্মচারীদের বকেয়া বেতনভাতা যেটুকু বাকি আছে আমি চেষ্টা করব পরিশোধ করতে।

মতবিনিময় সভায় আরও আলোচনা করেন, দর্শনা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী ভারপ্রাপ্ত সচিব সাজেদুল আলম, পৌর কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক আরিফিন হোসেন, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী গোলাম কিবরিয়া, শফিকুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা

শরীফ ওসমান বিন হাদীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ, হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে এবং সাম্প্রতিক পত্রিকা অফিস ভাঙচুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সাংবাদিক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নের দাবিতে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এক জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বাদ মাগরিব দর্শনা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল। সভায় বক্তারা বলেন, শরীফ ওসমান বিন হাদী হত্যাকাণ্ড শুধু একটি হত্যাই নয়; এটি একটি বিপ্লবকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র এবং দেশ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত। রাষ্ট্রকে দুর্বল করে আধিপত্যবাদ কায়েম করার উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন। বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকা অফিস ভাঙচুর, সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হুমকির ঘটনা বেড়ে চলেছে, যা গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য চরম উদ্বেগজনক। তারা অবিলম্বে সাংবাদিক নিরাপত্তা আইন কার্যকর করা, দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা

এবং সাংবাদিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সভা থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করা হয়, সাংবাদিকদের ওপর যেকোনো হামলা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দর্শনা প্রেসক্লাব সবসময় সোচ্চার থাকবে এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

শেষে শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদীর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, আহসান হাবীব মামুন, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ রয়েল, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল হান্নান ও শুকোমল চন্দ্র বাধন।

৩৭ বছর ধরে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করছেন দর্শনার পংকজ কর্মকার

দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে লোহা পিটিয়ে কৃষি উপকরণ তৈরি করে আসছেন পংকজ কর্মকার। ডুগডুগি হাটের গোরস্থানের বিপরীত পাশে একটি কামারশালায় দা, নিড়ানি, হাসুয়া, কাঁচি, কোদাল ও কুড়ালসহ নানা ধরনের কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করেন তিনি। তবে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রভাবে লাঙ্গলের ফলার ব্যবহার এখন অনেক কমে গেছে।

পংকজ কর্মকার জানান, মাত্র ১৭ বছর বয়সে বাবা ও দাদার কাছ থেকে এই কাজের হাতেখড়ি নেন তিনি। বংশপরম্পরায় তাঁদের চৌদ্দ পুরুষ এই পেশার সাথে যুক্ত। দীর্ঘ ৩৭ বছরের এই কর্মজীবনে তিনি প্রতিদিন কোনো দিন ৪ হাজার টাকা, আবার কোনো দিন ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩ ছেলে ও ১ মেয়ের জনক। তাঁর দুই ছেলে

স্বর্ণের দোকানে কাজ করলেও ছোট ছেলে বাবার সাথে কামারশালায় সহযোগিতা করছেন। লোকনাথপুর, পরানপুর, জয়রামপুর, ছোট দুধপাতিলা ও কাদিপুরসহ প্রায় ১০টি গ্রামের কৃষকরা নিয়মিত তাঁর কাছে কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করতে আসেন।

পংকজ কর্মকার আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, “আমি চারবার স্ট্রোক করার পরেও এই লোহা পেটানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এ অঞ্চলের কৃষকরা আমার কাজ পছন্দ করেন বলেই দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন। বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন আর আগের মতো শক্তি পাই না, তবে ছেলেটা সহযোগিতা করে বলে এখনো টিকে আছি। বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগে না, কাজের ফাঁকে কৃষকদের সাথে গল্প করেই সময় কেটে যায়।”

তিনি আরও জানান, বর্তমানে আধুনিক চাষাবাদের যুগেও সারা বছরই তাঁর কাজের চাহিদা থাকে। বিশেষ করে ধান ও পাট কাটার মৌসুমে কাজের চাপ বেড়ে যায়। এই পেশার মাধ্যমেই তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করছেন।

ওসমান হাদিকে পরিকল্পিত হত্যার প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ

দর্শনায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে দর্শনার ছাত্র-জনতা ও স্বদেশপ্রেমী মানুষের আয়োজনে ‘দর্শনা মুক্তমঞ্চে’ জমায়েত হয়ে এই বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু হয়ে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মহাসড়কের চার রাস্তার মোড় (বক চত্বর) এলাকায় গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর জামায়াতের আমির সাইফুল ইসলাম অপু, কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি রিফাত রহমান, তানজির রহমান অনিক ও আজারুল ইসলাম সোহান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তানজির রহমান অনিক। সমাবেশে বক্তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার ও ফাঁসির দাবি জানান এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান। আন্দোলনকারীরা এ সময় বিভিন্ন স্লোগান দেন, যেমন ‘দিল্লি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা’, ‘আমি কে তুমি কে? হাদি হাদি’, ‘এক হাদি লোকান্তরে, কোটি হাদি ঘরে ঘরে’।

মিছিলটি দর্শনা সীমান্তের অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। সমাবেশ শেষে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে নিহত হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন ওসমান গনি। এছাড়া দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে; এর মধ্যে পরানপুর রিফিউজি কলোনি মসজিদে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মো. রবিউল ইসলাম।

দর্শনা হৈবতপুরে স্কুলগামী মেয়েদের ওপর ইভটিজিং, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

দর্শনা থানার হৈবতপুর গ্রামের স্কুলগামী মেয়েরা মদনা গ্রামে আসার পথে ইভটিজিংয়ের শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলাচলের মাঝামাঝি স্থানে বকুলতলা ও বটগাছের নিচে কয়েকজন যুবক মোবাইল ফোন দিয়ে মেয়েদের ভিডিও করছে এবং ফেসবুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি তারা আপত্তিকর কথা বলছে ও পথরোধ করে নানা মন্তব্য করছে।

হৈবতপুর গ্রামের অভিভাবক এবং স্কুলগামী মেয়েরা জানান, এভাবে প্রতিদিন স্কুলে আসার পথে তারা ইভটিজিংয়ের স্বীকার হচ্ছেন। এতে প্রাথমিকভাবে প্রভাব পড়ছে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ৪ জন, নবম শ্রেণির ২ জন, অষ্টম শ্রেণির ১ জন ও পঞ্চম শ্রেণির ১ জনসহ মোট ৯-১০ জন ছাত্রীর ওপর।

মদনা গ্রামের আক্তার হোসেনের ছেলে আরাফাত হোসেন (১৫), জাফর মিয়া (১৫) ও লিটনের ছেলেসহ ৭-৮ জন যুবককে বিষয়টি জানানো হলেও, স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুলতান মাহমুদকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি জানান, বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হবে।

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার যৌথ অভিযানে ২ আসামি গ্রেপ্তার

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথ অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার এক আসামিসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এএসআই শামীম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আবুল হোসেনের ছেলে ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি মিলনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেন।

পরে দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে জসিম উদ্দীনকে (৪৫) তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, গত এক মাস আগে

দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকায় ট্র্যাকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় তাকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত দুইজনকে গতকাল চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজির করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় যুবসমাজের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার

দর্শনায় আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে আজমপুর ৩ নং ওয়ার্ডের ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়।

আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মোঃ মাহাবুব আলাম বলেন, আজমপুর ৩ নং ওয়ার্ড অনেক অবহেলিত। দীর্ঘদিন ধরে এ ওয়ার্ডের ২ টি রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তি হচ্ছে। এজন্য আমাদের উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করেছি আমাদের সাধ্য মতো। আমরা দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসকের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছি দ্রুত রাস্তা সংস্কার করার জন্য অনুরোধ করেছি।

সাধারণ মানুষেরা বলছেন, আমাদের ওয়ার্ডের রাস্তা ২ টি চলাচলের উপযোগী ছিল না। অনেক দিন ধরে এ সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। আজ যুবসমাজের উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ চাই আমাদের এলাকার রাস্তাগুলো উন্নত হোক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, আবু বক্কর, আবু সালেহ, হাসিবুল ইসলাম মন্টু, আব্দুল কাইযুম, আবুল কালাম, ফারুক হোসেন, সোহাগ, রাজু, রানা সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

দর্শনায় শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দর্শনায় ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এই শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ শাওন বলেন, আমরা দর্শনা পূর্ব রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছি। আমাদের ভালবাসার বন্ধন সংগঠন ভবিষ্যতে এরকম কাজ অব্যাহত রাখবে। আপনারা জানেন, ভালবাসার বন্ধন সংগঠন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে দর্শনার জন্য। আপনারা সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং পাশে থেকে সহযোগিতা করবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ভালোবাসার বন্ধনের পরিচালক আরিফ তরফদার, সিনিয়র সহ-সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ নুর নবী সুমন, মোঃ হাসেম, সাধারণ সম্পাদক আয়নাল হক সহ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

দর্শনায় নাশকতা মামলায় ও ইয়াবাসহ গ্রেফতার-২

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬০ পিচ ইয়াবাসহ নাশকতা মামলায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই ইমরান ও সামসুর রহমান মঙ্গলবার দিনগত রাতে দর্শনা অকন্দবাড়িয়াা ও দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত দুজন দর্শনা থানার দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে ও নাশকতা মামলার আসামী মোহাম্মদ আলী (৩৩), দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরী গ্রামের (মাঝেরপাড়ার)

মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০)।

তাদের দুজনকে ১৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি মোটরসাইকেলসহ আকন্দবাড়িয়া স্কুলের সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে গ্রেফতার করে।

গতকালই দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে দর্শনার বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে র্যালি, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে সকাল সাড়ে ৮টায় এসব সংগঠন র্যালি করে দর্শনা কেরু আনন্দ বাজার বিজয় স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এরপর সকাল সাড়ে ৯টায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির উদ্যোগে দর্শনা কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন কেরু ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

দর্শনা পৌরসভা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ জাসদ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, দর্শনা প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), কেরু মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ, দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতি, দর্শনা কাস্টমস, দর্শনা মৌচাক সামাজিক সংস্থা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা আঁচল ব্যান্ড সংগীত গোষ্ঠী, লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দর্শনা উইমেন্স ক্লাব, পূর্ব রামনগর সরকারি বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান র্যালিতে অংশ নেয়।

র্যালি শেষে এসব প্রতিষ্ঠানে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা কেরু চিনিকলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সকাল ৮টায় শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, ফাইন্যান্স ও অর্থ বিভাগের আব্দুছ ছাত্তার, জিএম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, এডিএম মির্জা গালিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে রাব্বিক হাসানের সহযোগিতায় কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

এদিন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নানা কর্মসূচি পালন করে।